বায়ান্নর দিনগুলো

Nafisa

লেখক পরিচিতি:

- নাম: শেখ মুজিবুর রহমান।
- জন্ম: ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ই মার্চ, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়।
- পিতা: শেখ লুৎফর রহমান
- মাতা: সায়েরা খাতুন।
- বিএ ডিগ্রী লাভ: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
- রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়: ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে।
- পূর্ববাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন: ১৯৫৬ সালে।
- স্বাধীনতার ঘোষণা দেন: গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে।
- দেশে ফেরেন: ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি।
- বাংলায় ভাষণ দেন: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে।
- ডলিট ডি পদকে ভূষিত হন: ১৯৭২ সালে।
- তিনি ৭ ই মার্চের ভাষণ দেন: রেসকোর্স ময়দানে।
- বাঙালির মুক্তির সনদ: ছয় দফা।
- সপরিবারে নিহত হন: ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট।

মূল পাঠ:

* শেখ মুজিবুর রহমান জেলের মধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অনশন ধর্মঘট করার জন্য।
* রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান।
* বঙ্গবন্ধুকে অনশন করতে নিষেধ করেছিলেন মিতিল মার্জন।
* জেল পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় ফরিদপুর জেলে।
* বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা জেলের গেটে নিয়ে যাওয়া হয় ১৫ই ফেব্রুয়ারি।
* জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী ছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ।
* জাহাজ চলে যাওয়ায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় নারায়নগঞ্জ থানায়।
* বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী মহিউদ্দিন ভুগছিলেন প্লুরুসিস রোগে।

Scanned with CamScanner

Nafisa

* ভাষা আন্দোলন হয় ১৯৫২ সালে।
* ২১ শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলেন সিপাহি।
* ২১ শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মরণে ফরিদপুরে শোভাযাত্রা হয় ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে।
* দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অনশন ভাঙিয়েছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ।
* বঙ্গবন্ধু পুরোনো জায়গায় ফিরে এলেন সাতাশ আটাশ মাস পর।
* জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার ৫ দিন পর বঙ্গবন্ধু বাড়ি পৌঁছান।
* এগারোটায় নারায়নগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে।
* আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিলো।
* সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিলেন, তিনি একজন বেলুচি ভদ্রলোক।
* তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে।
* বঙ্গবন্ধু ট্যাক্সিওয়ালাকে বলেছিলেন, বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেনো রাস্তায় না যায়।
* নারায়নগঞ্জ থানায় তাদেরকে পুলিশ ব্যারাকের একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।
* জাহাজ রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছায়, সেখান থেকে ট্রেনে রাত ৪টায় তারা ফরিদপুর পৌঁছান।
* রাতে জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ না করায় তারা জেল সিপাহিদের ব্যারাকে অবস্থান করে।
* আওয়ামী লীগের এক কর্মী, তার নামও মহিউদ্দিন, সকলে মহি বলে ডাকে, বঙ্গবন্ধু ফরিদপুরে ১৯৪৬ সালে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন নির্বাচনের, তখন মহির সাথে কাজ করেছেন।

Scanned with CamScanner

Nafisa

* অনশন শুরুর দুই তিনদিন পর তাদেরকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
* চারদিন পর তাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করে।
* পাঁচ ছয়দিন পর তারা বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলে।
* মিতিল মার্জন সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো অসুবিধা না হয় সে চেষ্টা করছিলেন।
* বঙ্গবন্ধু চারটি চিঠি লিখেছিলেন, আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা আর দুইটি শহিদ সাহেব ও তামানী সাহেবের কাছে।
* রেডিওর খবর, ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল।
* জনাব নুরুল আমিন বুঝতে পারেননি আমলাতন্ত্র তাকে কোথায় নিয়ে গেছে।
* গুলি করা হয়, মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার মধ্যে।
* মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ এম.এল.এ, খয়রাত হোসেন এম.এল.এ, খান সাহেব ওসমান আলী এম.এল.এ, মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খন্দকার মোশতাক আহমেদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।
* নারায়নগঞ্জে খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়িতে ভীষণ মারপিট করা হয়।
* মিতিল মার্জন সাহেব দিনের মধ্যে ৫-৭ বার তাদের দেখতে আসেন।
* ২৫ তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধুকে পরীক্ষা করার সময় মিতিল মার্জনের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।
* হার্টের দুর্বলতা না থাকলে বঙ্গবন্ধু এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তেন না।
* ২৭ তারিখ দিনের বেলা বঙ্গবন্ধুর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল।

Scanned with CamScanner

Nafisa

* ডেপুটি জেলার সাহেব বঙ্গবন্ধুকে বললেন, তার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে, দুইটি অর্ডার এসেছে।
* ডাক্তার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছিলেন।
* বঙ্গবন্ধু সকাল ১০ টার দিকে খবর পান তার আব্বা এসেছেন।
* বঙ্গবন্ধুকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো।
* হাচু বঙ্গবন্ধুর গলা ধরে বলেছিল, আব্বা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।
* রেণু বঙ্গবন্ধুকে দেখার কথা আব্বাকে বলতে পারে না লজ্জায়, আর নামের ভাই বাড়ি নেই।
* তারা ঢাকায় রওয়ানা করে বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে।
* দশদিন পর বঙ্গবন্ধুকে হাঁটার হুকুম দেওয়া হয় শুধু বিকেলবেলা।
* বঙ্গবন্ধুকে দেখতে গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকে তার কিছু সহকর্মী এসেছিল।
* বঙ্গবন্ধু যখন জেলে যান তখন কামালের বয়স মাত্র কয়েক মাস।
* মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।
* যারা শাসন করেছে তারা জনগণের আপনজন নয়।
* কোনো কোনো মাওলানা সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে।

শব্দার্থ :

* ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য আহার বর্জনকে বলে অনশন।
* সুপারিনটেনডেন্ট শব্দের অর্থ হলো তত্ত্বাবধায়ক।
* মহিউদ্দিন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৫ সালে।
* জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন – মহিউদ্দিন আহমদ

Scanned with CamScanner

Nafisa

* বেলুচিস্তান প্রদেশের লোকদের বলা হয় বেলুচি।
* ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ পার্ক।
* প্লুরিসি হলো এক ধরণের বক্ষব্যাধি।
* শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ডাক নাম ছিল রেণু।
* সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা আমলাতন্ত্র।
* রেডিওগ্রাম হলো বেতারবার্তা।
* প্রকোষ্ঠ বলতে বোঝায় ঘর বা কুঠুরী।

পাঠ পরিচিতি:

* অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের রচয়িতা শেখ মুজিবুর রহমান।
* অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে।
* বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন ১৯৬৭ সাল থেকে।
* ১৯৬৭ সালে বঙ্গবন্ধু বন্দি ছিলেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।
* আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুকে বন্দি রাখা হয় ১৯৬৮ সালে।
* বঙ্গবন্ধু আগরতলা মামলায় আটক থাকায় বন্ধ হয়ে যায় আত্মজীবনী রচনা।
* অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে স্থান পেয়েছে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনা।
* বায়ান্নর দিনগুলো রচনার ভাষা সহজ সরল।
* বায়ান্নর দিনগুলো রচনায় বঙ্গবন্ধুর মধ্যে লক্ষণীয় দিক দৃঢ়চেতা মনোভাব।

Nafisa Mehzabin

Scanned with CamScanner